যুগান্তর

তারিখ ... 20 NOV 2013
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

শিক্ষাভবনে ফের দু'পক্ষের মহড়া পাল্টামহড়া

যুগান্তর রিপোর্ট

একদিন বিরতি দিয়ে শিক্ষাভবনে ফের সরকার সমর্থক ক্যাডাররা মহড়া-পাল্টামহড়া দেয়। মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে। এ সময় এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে ধাওয়া দেয়ার ঘটনাও ঘটে। পুলিশ জানায়, পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ যে, দু'গ্রুপে যে কোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিগত ৫ বছর ধরে দখলদার শফিক গ্রুপ আর নবাগত বিল্লাল-বাবুল গ্রুপের মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে এই উত্তেজনা চলছিল। সরকারের শেষ সময়ে কোন গ্রুপ এই ভবনটি দখলে রাখবে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাগে নেবে— এ নিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। ওই

মহড়া : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

মহড়া : দু'পক্ষের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্নায়ুযুদ্ধই পরবর্তী সময়ে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। এর জের ধরে রোববার উভয় গ্রুপ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভবনে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে ওই দিন বিল্লাল-বাবুল গ্রুপ শফিক গ্রুপকে হটিয়ে ভবন দখলে নেয়। এ সময় বিল্লাল-বাবুল গ্রুপের হামলায় শফিক গ্রুপের জুয়েল নামে একজন গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) ছুটে যায়। এ সময় শফিক গ্রুপের মামুনসহ কয়েকজনকে আটক করলেও পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ জানায়, রোববারের ওই ঘটনার ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবারও উভয় গ্রুপ ভবনে যায়। শুরুতে শফিক গ্রুপ ভবনের দক্ষিণ গেটে আর বিল্লাল-বাবুল গ্রুপ উত্তর গেটে অবস্থান নেয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিল্লাল-বাবুল গ্রুপ ধাওয়া দিয়ে শফিক গ্রুপকে বিতাড়িত করে। এরপর সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা ভবনে অবস্থান নেয়।

এদিকে ভবনে উত্তেজনা, ক্যাডারদের সশস্ত্র অবস্থান ও মহড়ার খবর পেয়ে বেলা ১টার দিকে অভিযানে নামেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। তিনি ভবনের প্রতিটি রুমে যান এবং অপরিচিত যাকে পেয়েছেন তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সন্দেহভাজনদের ভবন থেকে বের করে দেন। তবে তিনি একদিক থেকে তাড়ালেও অন্যদিক থেকে দুর্বৃত্তরা ফের ভবনে অবস্থান নেয়। জানতে চাইলে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, কিছু অপরিচিত ছেলে লাঠিসোটা নিয়ে ভবনে অবস্থান করছে— এমন খবর পেয়ে তিনি এবং মাউশির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিক অভিযানে নামেন এবং অপরিচিতদের ভবন থেকে বের করে দেন। তিনি বলেন, ভবনে আগত শিক্ষকদের নিরাপত্তা আর ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে তিনি বদ্ধপরিকর।